

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষামূলক ও শিক্ষা সম্পর্কিত কিছু উক্তি:-

১. “তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না, যা বিশ্ব সত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।” – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. “আমাদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সম্পদ থাকা চাই যা কেবল আমাদের তথ্য দেয় না, সত্য দেয়; যা কেবল ইচ্ছা দেয় না, অগ্নি দেয়।” – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩. “অসম্পূর্ণ শিক্ষায় আমাদের দৃষ্টি নষ্ট করিয়া দেয়—পরের দেশের ভালোটা তো শিখিতে পারিই না, নিজের দেশের ভালোটা দেখিবার শক্তি চলিয়া যায়।” – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪. “শিক্ষা কোনো দেশেই সম্পূর্ণত ইচ্ছুল হইতে হয় না এবং আমাদের দেশেও হইতেছে না। পরিপাকশক্তি ময়রার দোকানে তৈরি হয় না, খাদ্যেই তৈরি হয়।” – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. “শিশুবয়সে নির্জীব শিক্ষার মতো ভয়ংকর ভার আর কিছুই নাই; তাহা মনকে যতটা দেয় তাহার চেয়ে পিষিয়া বাহির করে অনেক বেশি।” – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬. “শিখিবার কালে, বাড়িয়া উঠিবার সময়ে, প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্ত বায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য—ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যিক নয়।” – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭. “মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরম শিক্ষা আর সমস্তই তার অধীন”
– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা সম্পর্কিত কিছু উক্তি:-

৮. “মানুষের অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণ বিকাশই হল শিক্ষা।” – স্বামী বিবেকানন্দ
৯. “আমাদের দেশের শতকরা নব্বই জনই অশিক্ষিত, অথচ কে তাহাদের বিষয় চিন্তা করে? এইসকল বাবুর দল কিংবা তথাকথিত দেশহিতৈষীর দল কি?” – স্বামী বিবেকানন্দ
১০. “ওঠো, জাগো, নিজে জেগে অপরকে জাগাও।” – স্বামী বিবেকানন্দ

এ.পি.জে আব্দুল কালাম এর শিক্ষামূলক কিছু উক্তি বা বাণী :-

১১. “জীবন আর সময় হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক | জীবন শেখায় সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে আর সময় শেখায় জীবনের মূল্য দিতে।” – এ.পি.জে আব্দুল কালাম
১২. “ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যে বৈশিষ্ট্যটা থাকা দরকার তা হলো প্রশ্ন করার ক্ষমতা, তাদের প্রশ্ন করতে দিন।” – এ.পি.জে. আব্দুল কালাম
১৩. “যে অন্যদের জানে সে শিক্ষিত, কিন্তু জ্ঞানী হলো সেই ব্যক্তি যে নিজেকে জানে | জ্ঞান ছাড়া শিক্ষা কোনো কাজেই আসেনা।” – এ.পি.জে. আব্দুল কালাম

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এর শিক্ষামূলক কিছু উক্তি:-

১৪. “সত্যিকারের শিক্ষক তাঁরাই, যাঁরা আমাদের ভাবতে সাহায্য করেন।” – সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

১৫. “পাপে নিমগ্ন যে জন, তাঁরও একটা ভবিষ্যৎ আছে। মহানতম ব্যক্তিরও একটা অতীত আছে। কেউ-ই ভালো-খারাপের অতীত নয়।”- সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

১৬.”ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের ভিতর দিয়েই অনুভব করেন, দুঃখ ভোগ করেন। তাঁর গুণসমূহ, জ্ঞান, সৌন্দর্য এবং ভালোবাসা আমাদের প্রত্যেকের ভিতর দিয়েই প্রকাশিত হয়।”- সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

১৭.”বই হল এমন এক মাধ্যম যার সাহায্যে আমরা বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সেতু নির্মাণ করতে পারি।”- সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

১৮.”আমরা যে মানবজীবন পেয়েছি তা হল আদর্শ মানবজীবন গড়ে তোলার উপকরণ।”- সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

মহাত্মা গান্ধীর কিছু শিক্ষামূলক উক্তি:-

১৯.”এমন ভাবে বাঁচো যেন কাল তুমি মরবে। এমনভাবে শেখো যেন তুমি সর্বদা বাঁচবে।”-মহাত্মা গান্ধী

২০.”ব্যক্তির দেহ, মন ও আত্মার সুষম বিকাশের প্রয়াস হলো শিক্ষা।”-মহাত্মা গান্ধী

২১.”আপনি নিজে সেই পরিবর্তন হোন যা আপনি সারা বিশ্বে সবার মধ্যে দেখতে চান।”-মহাত্মা গান্ধী

আলবার্ট আইনস্টাইন এর কিছু শিক্ষামূলক উক্তি:-

২২.”যে কখনও ভুল করেনা। সে নতুন কিছু করার চেষ্টা করে না।”

-অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

২৩.”বিশ্বের সবচেয়ে অজ্ঞেয় বিষয় তা বোধগম্য হয় না।”-অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

২৪.”যেকোন বুদ্ধিমান বোকা জিনিষকে বড় করতে পারে, আরো জটিল, এবং আরও তীব্র। এটি একটি প্রতিভাকে স্পর্শ করে, এবং সাহস অনেকটা বিপরীত দিকে অগ্রসর হয়।”-অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

এরিস্টটল এর শিক্ষামূলক কিছু উক্তি:-

২৭.”সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করাই হল শিক্ষা।”- এরিস্টটল

২৮.”শিক্ষার শেকড়ের স্বাদ তেঁতো হলেও এর ফল মিষ্টি ”

-এরিস্টটল

২৯.”বৈষম্য কমাতে শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর জোর দিতে হবে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে সেটা মানুষকে চাকরির দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু আমাদের উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে।” -ড. মুহাম্মদ ইউনুস

৩০.”যেই শিক্ষা গ্রহন করে যেই শিক্ষার গুণে গুণান্বিত হয়ে ছেলে মেয়ে সাজে, মেয়ে ছেলে সাজতে পছন্দ করে, ঐ শিক্ষাকে জ্ঞানীরা শিক্ষা না জাতীর জন্য বিষ বলে গন্য করেছেন।” -আল্লামা ইকবাল

৩১.”আমরা যতই অধ্যয়ন করি ততই আমাদের অজ্ঞানতাকে আবিষ্কার করি।”-শেলী

সক্রেটিস এর কিছু শিক্ষামূলক উক্তি:-

৩২.” দেহের সৌন্দর্যের চাইতে চিন্তার সৌন্দর্য অধিকতর মোহময় ও এর প্রভাব যাদুতুল্য।” -সক্রেটিস
৩৩.” যতদিন লেখাপড়ার প্রতি আকর্ষণ থাকে, ততদিন মানুষ জ্ঞানী থাকে, আর যখনই তার ধারণা জন্মে যে সে জ্ঞানী হয়ে গেছে, তখনই মূর্খতা তাকে ঘিরে ধরে। ” - সক্রেটিস

অন্যান্য মনীষীদের বাণী:-

৩৪.”তুমি আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে শিক্ষিত জাতি দিবো।” -নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

৩৫.”শিক্ষার চূড়ান্ত ফল হচ্ছে সহনশীলতা।” -হেলেন কেলার

৩৬.” শিক্ষাই শক্তি, জ্ঞানই আলো, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।” -সংগৃহিত

৩৭.”মানুষ মরে গেলে পচে যায়, বেঁচে থাকলে বদলায়, কারণে-অকারণে বদলায়।” -মুনির চৌধুরী

৩৮.”মানুষ যে বিকাশমান আত্মসত্তার অধিকারী তাকে সম্পূর্ণভাবে বিকাশ করার যে প্রচেষ্টা তাই হল শিক্ষা।” - ঋষি অরবিন্দ

৩৯.”একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি আরেকজন ঘুমন্ত ব্যক্তি কে

জাগ্রত করতে পারে না।” - শেখ সাদী

৪০.”একজন মহান ব্যক্তির মতত্ব বোঝা যায় ছোট ব্যক্তিদের সাথে তার ব্যবহার দেখে।” - কার্লাইন

৪১.” আমরা জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি না বলে আমাদের শিক্ষা পরিপূর্ণ হয় না।” - শিলার

৪২.” অতি দ্রুত বুঝতে চেষ্টা করো না, কারণ তাতে অনেক ভুল থেকে যায়।” -এডওয়ার্ড হল

৪৩.” জ্ঞানী লোক কখনও সুখের সন্ধান করে না।” - এরিস্টটল

৪৪.”যে যত বেশী ভ্রমণ করবে তার জ্ঞান তত বেশী বৃদ্ধি পাবে।” - টমাস হুড।

৪৫.”শিক্ষার প্রথম কাজ হলো কৌতুহলের শিকে ছেঁড়া।” - আইভরি ব্রাউন

৪৬.” শিক্ষা হলো সভ্যতার রূপায়ন।” - উইল এণ্ড এরিয়াল ডুরান্ট

৪৭.” মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত মানুষের শিক্ষা সমাপ্ত হয় না।” - রবার্ট ই লি

৪৮.” মানুষের সুখী হওয়ার জন্যে সবচেয়ে বেশি দরকার বুদ্ধির - এবং শিক্ষার মাধ্যমে এর বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব। ” - বাট্রাও রাসেল

৪৯.” মাঝারি মানের শিক্ষক বলেন, ভাল শিক্ষক বুঝিয়ে দেন, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক করে দেখান। মহান শিক্ষক অনুপ্রাণিত করেন। ” - উইলিয়াম আর্থার ওয়ার্ড

৫০.” একজন শিক্ষক সামগ্রিকভাবে প্রভাব ফেলে, কেউ বলতে পারে না তার প্রভাব কোথায় গিয়ে শেষ হয়। ” - হেনরি এডামস

৫১.”একজন শিক্ষিত লোক নিঃসন্দেহে সম্পদশালী লোক।” - লা ফন্টেইন

৫২.”যে পরিবারে সবাই শিক্ষিত, সে পরিবারে এমন একটা দীপ্তি আছে, যা অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দেয়।” - রবার্ট ফ্রস্ট

৫৩.”জীবনের ব্যাপক সময় ধরেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষার শেষ নেই।” - কুপার

৫৪.”আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক স্বশিক্ষিত।” - প্রমথ চৌধুরী

৫৫.”শিক্ষা আর অভিজ্ঞতার সমন্বয়েই জীবনে পরিপূর্ণতা আসে।” - টমাস হুড

৫৬."শিক্ষা অলংকারের মত নয়, এর হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই।"- বার্নাস

৫৬."শিক্ষা প্রকৃত মানুষের জন্ম দেয়।"-জন গে

৫৭."প্রতিটি জাতির ভিত্তি মজবুত হবে যদি সে জাতি শিক্ষিত হয়।"-টমাস জেফারসন

৫৮."শিক্ষা সুন্দর আলো,কারুকার্যময় ভবিষ্যত এবং আত্মবিশ্বাস দেয়।"- ফ্রান্সিস বেকন

৫৯."শিক্ষা মনের একটি চোখ।"- জোনাথন সুইফট

৬০."আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তোমাকে জীবিকার নিশ্চয়তা দেবে আর স্বশিক্ষা সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে দেবে।"- জিম রন

মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণামূলক উক্তি

স্বাধীনতা সংগ্রামী মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণামূলক বাণীগুলি হল -

১. "আপনি নিজে সেই পরিবর্তন হোন যা আপনি সারা বিশ্বে সবার মধ্যে দেখতে চান।"
২. "এমন ভাবে বাঁচো যেন কাল তুমি মরবে। এমনভাবে শেখো যেন তুমি সর্বদা বাঁচবে।"
৩. "যদি সঠিক পথ বেছে নেন, তাহলে আশা ছাড়বেন না। কারণ, যতই বাধা-বিপত্তি আসুক না কেন একদিন না একদিন ভাল মানুষদের জয় হবেই হবে।"
৪. "আপনার বিশ্বাস আপনার চিন্তাধারা হয়ে যায়, আপনার চিন্তাধারা আপনার শব্দে পরিণত হয়, আপনার শব্দ আপনার কর্ম হয়ে যায়, আপনার কর্ম আপনার অভ্যাসে পরিণত হয়, আপনার অভ্যাসই আপনার মূল্য, আপনার মূল্যই আপনার নিয়তি।"
৫. "কাউকে সম্ভ্রষ্ট করতে বা কোনও ঝামেলা এড়াতে কোনও কাজে 'হ্যাঁ' বলাটা সবথেকে বড় পাপ। যদি মনে করেন এই কাজটা আপনি করতে পারবেন না, তাহলে বিশ্বাসের সঙ্গে 'না' বলতে শিখুন।"
৬. "একজন মানুষের চরিত্র এবং জীবন কতটা সুন্দর হবে, তা নির্ভর করে তাঁর মানসিকতার উপরে। তাই কোনও মানুষকে যদি ভিতর থেকে চিনতে চান, তাহলে তাঁর মানসিকতা কেমন, তা জানার চেষ্টা করুন।"
৭. "এমন হতে পারে যে আপনি জানতে পারলেন না আপনার কর্মের ফলাফল কি হল। কিন্তু আপনি যদি কিছু না করেন, তবে কোন ফলাফলই উৎপন্ন হবে না।"
৮. "মানুষ তার চিন্তাধারা নির্মিত প্রাণী, সে যা ভাবে তাই হয়ে যায়।"
৯. "নিজস্ব প্রয়োজনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছোট জীব ইতিহাস পরিবর্তন করতে পারে।"
১০. "এমন হতে পারে যে আপনি জানতে পারলেন না আপনার কর্মের ফলাফল কি হল। কিন্তু আপনি যদি কিছু না করেন, তবে কোন ফলাফলই উৎপন্ন হবে না।"
১১. "সামান্য অভ্যাস অধিক উপদেশের থেকে ভালো।"
১২. "আমার অনুমতি ছাড়া আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে মানসিকভাবে আঘাত করতে পারেনি।"
১৩. "নোংরা পায়ে ঘরের ভিতরে আসা যেমন ঠিক নয়, তেমনই নেতিবাচক চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়াও উচিত নয়।"

- ১৪. "পরিশ্রম করেই সম্ভব থাকুন। তার ফল কী ফেলেন তা নিয়ে বেশি ভাবতে যাবেন না।"
- ১৫. "মানুষ হিসেবে আমাদের সবথেকে বড় দক্ষতা কি জানেন? নিজেকে বদলে ফেলার ক্ষমতা রয়েছে আমাদের মধ্যে।"
- ১৬. "কর্ম তার ফলের থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আপনাকে সঠিক কর্ম করতে হবে। আপনি সেই কর্মের ফল পাবেন কিনা তা আপনার হাতে নেই। তার মানে এই নয় যে আপনি সঠিক কর্ম করা ছেড়ে দেবেন।"
- ১৭. "ক্রোধ এবং অসহিষ্ণুতা হল সঠিক বোধগম্যতার শত্রু।"
- ১৮. "আমার জীবন আমার বার্তা।"
- ১৯. "তখনই কথা বলো যখন তা মৌন থাকার থেকে ভালো।"

সত্য নিয়ে গান্ধীজির বাণী

জীবনে সত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। সত্য সম্পর্কে গান্ধীজির বাণী গুলি হল -

- ১. "সত্য এক, পথ অনেক।"
- ২. "যে সত্যে নম্রতার ছোঁয়া নেই, সেই সত্য অহংকারীর ক্যারিকেচার ছাড়া আর কিছুই নয়।"
- ৩. "সততা, নম্রতা এবং সাহস, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই এই তিনটি গুণ থাকা চাই।"
- ৪. "জনসমর্থন ছাড়া সত্য দাঁড়িয়ে থাকে। সত্য আত্মনির্ভরশীল।"
- ৫. "সাহসীরাই মন খুলে ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারেন। কারণ, এই কাজ ভীতুদের সাধ্যের বাইরে।"

অহিংসা নিয়ে গান্ধীজির বাণী

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জীবনে অহিংসা এক অপরিহার্য উপাদান। অহিংসা সম্পর্কে তার বাণীগুলি হল -

- ১. "আমি হিংসার বিরোধিতা করি কারণ যখনই মনে হয় হিংসার দ্বারা কিছু ভালো হচ্ছে তখন সেটা অস্থায়ী হয় আর খারাপ হলে সেটা স্থায়ী হয়।"
- ২. "হিংসার ছাপ সহজে মিটতে চায় না। তাই অহিংসার পথে অগ্রসর হলেই মানুষের মঙ্গল।"
- ৩. "হিংসা গড়তে জানে না। সে শুধু ধ্বংস করে।"

শান্তি ও প্রেম নিয়ে গান্ধীজির বাণী

জীবনে শান্তি ও প্রেম সম্পর্কে গান্ধীজির বাণী গুলি হল -

- ১. "শান্তির কোন পথ নেই, কেবলমাত্র শান্তি আছে।"
- ২. "যে দিন প্রেমের শক্তি, শক্তির প্রেম থেকে বড় হবে সেই দিন বিশ্বে শান্তি কায়েম হবে।"
- ৩. "প্রত্যেক মানুষকে তার নিজের মধ্যেই শান্তি খুঁজতে হবে। আর শান্তিকে বাস্তবায়িত করার জন্য বাহ্যিক পরিস্থিতি দ্বারা নিজেকে অপ্রভাবিত রাখতে হবে।"
- ৪. "আমরা যদি দুনিয়াতে প্রকৃত শান্তি চাই, তবে তা শিশুদের সাথে শুরু করতে হবে।"

- ৫. "যেখানে ভালবাস রয়েছে, সেখানেই তো জীবনের সন্ধান মেলে।"

স্বাধীনতা সম্পর্কে গান্ধীজির বাণী

স্বাধীনতা বিষয়টি সকলের কাছেই স্বতন্ত্র মর্যাদা বহন করে আনে। স্বাধীনতা সম্পর্কে গান্ধীজির বাণী গুলি হল -

- ১. "আমি যেমন, ঠিক সেই ভাবে নিজেকে মেলে ধরাটাই আসল স্বাধীনতা।"
- ২. "জীবন না দিলে যেমন স্বাধীনতার স্বাদ মেলে না, তেমনই স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে রাখতেও প্রয়োজনে জীবন দিতে হবে।"
- ৩. "স্বাধীনতা এবং দাসত্ব, দুইই হল মানুষের মেন্টাল স্টেট।"
- ৪. "দেশের স্বাধীনতা শুধু বীরত্বের মধ্যে দিয়েই অর্জন করা যায় না।"
- ৫. "ভুল করার স্বাধীনতা না থাকলে সেই স্বাধীনতা মূল্যহীন।"

দেশ ও গণতন্ত্র সম্পর্কে গান্ধীজির বাণী

দেশ ও গণতন্ত্র সম্পর্কে গান্ধীজির বাণী গুলি হল -

- ১. "সাধারণ মানুষের হাতে যদি নিজেদের মতো করে বেঁচে থাকার অধিকার না থাকে, তাহলে সেই রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তকমা দিলে ভুল কাজ হবে।"
- ২. "রাষ্ট্র নিজের দায়িত্ব সঙ্গে পালন না করলে শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলাটাই একজন নাগরিকের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য।"
- ৩. "প্রকৃত গণতন্ত্রে একজন সবল ব্যক্তির যে অধিকার, সেই একই অধিকার একজন দুর্বলেরও থাকা উচিত।"
- ৪. "গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সবারই মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে।"
- ৫. "একটি দেশের মহানতা এবং নৈতিক প্রগতি এই বিষয়ে মাপা যেতে পারে যে সেই দেশে জন্তু-জানোয়ার দের সাথে কি রকম ব্যবহার করা হয়।"

পাপ পুণ্য সম্পর্কে গান্ধীজির বাণী

জীবনে পাপ পুণ্য সম্পর্কে প্রতিটি মানুষেরই নিজস্ব ভাবনা চিন্তা আছে। পাপপুণ্য সম্পর্কে গান্ধীজির বাণী গুলি হল -

- ১. "কর্মহীন ধন, অন্তরাগ্না হীন সুখ, মানবতাহীন বিজ্ঞান, চরিত্রহীন জ্ঞান, নীতিহীন রাজনীতি, নৈতিকতা ছাড়া ব্যবসা, ত্যাগ ছাড়া পূজো - এই সাতটি মহাপাপ।"
- ২. "পাপকে ঘৃণা করুন, পাপীকে নয়।"

প্রার্থনা সম্পর্কে গান্ধীজির বাণী

আমরা প্রত্যেকেই নিজের মতো করে প্রার্থনা করে থাকি। প্রার্থনা সম্পর্কে গান্ধীজির বাণী গুলি হল -

- (১) "প্রার্থনা চাওয়া নয়। প্রার্থনা হল আত্মার লালসা। প্রার্থনা হল প্রতিদিন নিজের দুর্বলতার স্বীকারোক্তি। প্রার্থনার বচনে মন লাগানো, বচন থাকতেও মন না লাগানোর থেকে ভালো।"
 - ২. "একটি কাজের মাধ্যমে কাউকে খুশি করা প্রার্থনায় রত হাজার মাথার থেকে ভালো।"
- ধর্ম সম্পর্কে গান্ধীজির বাণী

মানব জীবনে ধর্ম ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে। ধর্ম সম্পর্কে গান্ধীজির বাণী গুলি হল -

- ১. "বিশ্বের সব ধর্ম অন্যান্য বিষয়ে নানা মত পোষণ করলেও এই বিষয়ে একমত যে দুনিয়াতে সত্য ছাড়া আর কোনো কিছুই চিরদিন বাঁচেনা।"
- ২. "আমার ধর্ম সত্য ও অহিংসার উপর নির্ভরশীল। সত্য আমার ঈশ্বর। অহিংসা তাকে পাওয়ার উপায়।"
- ৩. "আমি তাকেই ধার্মিক মনে করি যে অন্যের ব্যথা বুঝতে পারে।"
- ৪. "আমি দুনিয়ার সব ধর্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করি।"
- ৫. "হ্যাঁ আমি একজন মুসলিম, একজন খ্রিস্টান, একজন বৌদ্ধ এবং একজন ইহুদি।"
- ৬. "ঈশ্বরের কোন ধর্ম নেই।"

বিশ্বাস নিয়ে গান্ধীজির বাণী

বিশ্বাস বিষয়টি মানুষের জীবনে এক আলাদা অনুভূতি। বিশ্বাস সম্পর্কে গান্ধীজির বাণী গুলি হল -

- ১. "কোন কিছুতে বিশ্বাস করা কিন্তু তাতে জীবন অতিবাহিত না করা অন্যায়।"
- ২. "মনুষ্যত্বের উপর বিশ্বাস হারাবেন না। মনুষ্যত্বপবিত্র সাগরের মত। সাগরের কয়েক ফোঁটা জল নোংরা হলে সমস্ত সাগর নোংরা হয়ে যায় না।"
- ৩. "চিন্তার থেকে অধিক আর কোন কিছুই শরীরের ক্ষতি করে না এবং যে একটু হলেও ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখে তার কোনো কিছুর জন্য চিন্তা হলে লজ্জিত হওয়া উচিত।"

ভয় ও ক্ষমা নিয়ে গান্ধীজির বাণী

মানুষের জীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি গুলির মধ্যে ভয় ও ক্ষমা অন্যতম। ক্ষমা সম্পর্কে গান্ধীজির বাণী গুলি হল -

- ১. "ভয়ই হল শত্রু, যদিও আমরা সেটাকে ঘৃণা ভেবে থাকি, কিন্তু আসলে এটা ভয়।"
- ২. "যে দুর্বল সে কোনোদিনও ক্ষমা করতে পারে না। ক্ষমা হল বলবানের লক্ষণ।"

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের বাণী ও উক্তি

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তার বাণী ও উক্তির মধ্যে শিক্ষা, মানুষত্ব, আচরণ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে তার চিন্তাভাবনা ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এর বাণী ও উক্তিগুলি উল্লেখ করা হয়।

পুস্তক বা বই সম্পর্কে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের বাণী

- (১) “বইয়ের তাৎপর্য হল আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে সেতু নির্মাণ করা।”
- (২) “পুস্তকই হলো সভ্যতার বাহন।”
- (৩) “শ্রেষ্ঠ বই এবং শ্রেষ্ঠ মানুষের সান্নিধ্যে থেকে যে জীবন অতিবাহিত হয় সেই জীবনই উৎকৃষ্ট জীবন।”

জীবন ও ব্যক্তি সম্পর্কে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের বাণী

- (১) “জীবনের আনন্দ এবং সুখ শুধুমাত্র জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সম্ভব।”
- (২) “মনের শান্তি আর বুদ্ধিমত্তা না এলে,বাহিরের ব্যবস্থা কোনো সহায়তা করে না।”
- (৩) “আমাদের দেশের বেকারত্বের একটি অন্যতম কারণ হল কৃষিকাজে ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ না করা।”
- (৪) “আমাদের উচিত আঞ্চলিক সংস্কৃতির সৌন্দর্য রক্ষা করা। কারণ,এই আঞ্চলিক সংস্কৃতির মধ্যে আমাদের বেঁচে থাকার রসদ রক্ষিত আছে।”
- (৫) “ধন সম্পদ ব্যক্তিকে পরিপূর্ণতা দেয় না। আত্মিক উন্নতির মাধ্যমে ব্যক্তিপরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে।”
- (৬) “কোনো মানুষ স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে না যদি নাতার মধ্যে যুক্তিবাদ ও আধ্যাত্মিক বোধ জাগ্রত হয়।”
- (৭) “অর্থ সব নয়। অর্থের দ্বারা উৎকৃষ্টকে পাওয়া যায় না। আমাদের সব চাইতে কাম্য সম্পদ মন ও হৃদয়ের প্রশান্তি। আর সহৃদয়তা টাকায় বিকোয় না।”
- (৮) “সহনশীলতা হল শ্রদ্ধা যা সীমিত মনঅসীমতায় পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন”
- (৯) “কেবল নিখুঁত মনের মানুষেরাই জীবনে আধ্যাত্মিকতার অর্থ বুঝতে পারেন। নিজের সত্যতা, আধ্যাত্মিক একনিষ্ঠতার পরিচয়।”
- (১০) “মানুষের স্বভাব মূলত ভালো এবং আত্মজ্ঞানের প্রচেষ্টা সমস্ত খারাপকে দূরে ঠেলে দেবে।”
- (১১) “মানুষের ভালো করা, মানুষকে সত্যিকারের মানুষ করে তোলা, আমাদের সকলের কর্তব্য। আর তা যদি আমরা করতে চাই, সেটি কেবলমাত্র প্রেমের মাধ্যমে, ভালোবাসার মাধ্যমেই করতে পারি।”
- (১২) “আমরা যে মানব জীবন পেয়েছি, তা হল আদর্শ মানব জীবন গড়ে তোলার উপকরণ।”
- (১৩) “মানুষ তারা; যাদের মন টানে সৌন্দর্য, প্রেম এবং সংস্কৃতির মতো মানবিক মূল্যবোধে।”
- (১৪) “আমরা যদি সুখে শান্তিতে থাকি, আর আমাদের চারদিকে অসংখ্য দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত, অবহেলিত ও নিপীড়িত মানুষ কোনও রূপে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়, তাহলে সেই বঞ্চিত মানুষদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ, তাদের দুঃখে সাহায্য দান এবং তাদের দুঃখ মোচনের প্রচেষ্টাই হল আমাদের বিশেষ কর্তব্য।”

- (১৫) “আপনার প্রতিবেশীকে ভালোবাসুন, কারণ আপনি নিজেই আপনার প্রতিবেশী। আপনার প্রতিবেশী অন্য কেউ এটা একটা ভ্রম।”
- (১৬) মানুষ হল যৌক্তিকতা সত্তা – দুনিয়ার গৌরব ও কলঙ্ক।
- (১৭) “পাপে নিমগ্ন যে জন, তাঁরও একটা ভবিষ্যৎ আছে। মহানতম ব্যক্তিরও একটা অতীত আছে। কেউ-ই ভালো-খারাপের অতীত নয়।”

ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের বাণী

- (১) “ধর্ম হল একটি আচরণ, কোনো বিশ্বাস নয়।”
- (২) ঈশ্বর হল সমস্ত আত্মার আত্মা – সর্বোচ্চ চেতনা।”
- (৩) “ঈশ্বর আমাদের সকলের মধ্যে বাঁচে, অনুভব করে ও কষ্ট ভোগ করে এবং সময়ের সাথে তিনি আমাদের মধ্যে জ্ঞান, গুণ, সৌন্দর্য ও ভালোবাসা ছড়িয়ে দেন।”

শিক্ষা সম্পর্কিত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের বাণী

- (১) “এমন শিক্ষার প্রয়োজন যা জগতের মানুষের কল্যাণ সাধনে সক্ষম। আমরা এমন শিক্ষা চাই যার সাহায্যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়।”
- (২) “গ্রন্থাগার গুলি বহু চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও লেখকদের প্রতিনিয়ত চাহিদা পূরণ করেছে।”
- (৩) “অন্তরের সমস্ত আবিলতা দূর করার জন্য চাই শিক্ষা। শিক্ষা হবে আত্মিক উন্নতির সহায়ক।”
- (৪) “আধ্যাত্মিক শিক্ষা বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী মনকে সংহত করে।”
- (৫) “ভালো পুস্তক আমাদের কোনো নীতির অনুবর্তী হতে সাহায্য করে।”
- (৬) “শিক্ষার অর্থ এই নয় যে বিভিন্ন বিষয়ে কিছু তথ্য আত্মস্থ করা। শিক্ষা হবে চরিত্র গঠনের সহায়ক।”
- (৭) “শিক্ষার সর্বোচ্চ ফল হওয়া উচিত একজন সৃজনশীল মানুষ, যিনি বিপরীত পরিস্থিতি এবং প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবেন।”
- (৮) “শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে এক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সবল জনশক্তি গঠন করা”
- (৯) “কলেজে ঢোকা এখন আরো সহজ হয়েছে আর কঠিন হয়েছে শিক্ষিত হওয়া।”
- (১০) “জ্ঞান ও বিদ্যার ফল হল অনুভব।”
- (১১) “যখন আমরা মনে করি আমরা সব জানি তখনই আমাদের শিখতে হবে।”

শিক্ষক সম্পর্কিত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের বাণী

- (১) “একজন শিক্ষকের কর্তব্য হবে শিক্ষার্থীদের একটি গণতান্ত্রিক দেশের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।”
- (২) “শিক্ষকরা শিক্ষকতাকে যেন বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ না করেন। বরং তারা একে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবেন।”

- (৩) “সত্যিকারের শিক্ষক তারাই যারা আমাদের ভাবতে সাহায্য করেন।”
- (৪) “শিক্ষকদের আচরণ হবে শিক্ষার্থীদের পক্ষে অনুকরণ যোগ্য। শিক্ষকরা যদি সঠিক পথ দেখায় তবে শিক্ষার্থীরাও সেই পথে চলতে শিখবে।”
- (৫) “শিক্ষকদের দেখতে হবে শিক্ষার্থীরা যেন সৎ চরিত্রের অধিকারী হয়। সদাচার, সৎ ব্যবহার শিক্ষার্থীদের অন্যতম প্রধান অনুশীলনের বিষয়।”
- (৬) “শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণই শিক্ষকদের একমাত্রকাজ নয় বিভিন্ন কল্যাণকর কাজেও তাদের উৎসাহিত করতে হবে।”
- (৭) “শিক্ষকদের কর্মশক্তি প্রকাশ করার স্বাধীনতাই হবে আদর্শ।”
- (৮) যদি মুক্ত সমাজ নির্মাণ করতে হয়, তবে শিক্ষকদের কর্তব্য হবে শিক্ষার্থীদের মনকে কলুষ মুক্ত করা।”
- (৯) “শিক্ষকরা সমাজে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় সভ্যতার ক্রমবিবর্তন শিক্ষকদের হাত ধরেই হয়েছে। তা প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য বিশ্বের যে অংশেই হোক না কেন।”
- (১০) “শিক্ষকদের মনীষা সভ্যতার বিবর্তনে চালিকা শক্তিরূপে কাজ করেছে। শিক্ষকরাই সভ্যতার প্রদীপ শিখা অনিবার্যপিত রেখেছে।”
- (১১) “একজন পরামর্শ দাতা শিক্ষক একজন ব্যক্তিকে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ দেখাতে ক্ষমতায়ন করেন।”
- (১২) “আদর্শ শিক্ষক তারাই যারা শিক্ষার্থীদের চিন্তা করতে শেখায়।”

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষামূলক বাণী ও উক্তি

- (১) বিদ্যা হলো সব থেকে বড় সম্পদ, বিদ্যা শুধু আমাদের নিজেদের উপকার করে না বরং প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে গোটা সমাজের কল্যাণ সাধন করে।
- (২) সদা সত্য কথা কহিবে। যে সত্য কথা কহে সকলে তাহাকে ভালোবাসে।
- (৩) দুঃখ ছাড়া জীবন নাবিক ছাড়া নৌকার মতো।
- (৪) যাহার যে অবস্থা, সে যদি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কাহারও নিকট অপদস্থ ও অপমানিত হইতে হয় না।
- (৫) তোমার অবস্থা যত মন্দ হউক না কেন অন্যের অবস্থা এত মন্দ আছে যে তাহার সহিত তুলনা করিলে, তোমার অবস্থা অনেক ভাল বোধ হইবেক।
- (৬) অন্যে যখন আমাদের প্রশংসা করে, তৎকালে বিনীত হওয়া কর্তব্য।
- (৭) যদি কেহ আপনি আপনার প্রশংসা করে, কিংবা আপনার কথা অধিক করিয়া বলে, অথবা কোন রূপে ইহা ব্যক্ত করে যে, সে আপনি আপনাকে বড় জ্ঞান করে, তাহা হইলে, সে নিঃসন্দেহে উপহাস্যাস্পদ হয়।
- (৮) পরের মন্দচেষ্টায় ফাঁদ পাতিলে, আপনাকেই সেই ফাঁদে পড়িতে হয়।

- (৯) যাহাদের অভিপ্রায় সৎ ও প্রশংসনীয় এরূপ লোক অতি বিরল এবং শুভ ও শ্রেয়স্কর বিষয়ে বাধা ও ব্যাঘাত জন্মাইবার লোক সহস্র সহস্র।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্মমূলক বাণী ও উক্তি

- (১) মানুষ যতই বড় হয়ে যাক না কেন তাকে সর্বদা তার অতীত কে মনে রাখা দরকার, অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়া দরকার।
- (২) যে ব্যক্তি শ্রমবিমুখ হইয়া আলস্যে কালক্ষেপ করে তাহার চিরকাল দুঃখ ও চিরকাল অভাব থাকে।
- (৩) নিকৃষ্টের কর্তব্য আপন অপেক্ষা প্রধান ব্যক্তিদের সমাদর মর্যাদা করা। কিন্তু কাহারও নিকট নিতান্ত নম্র অথবা চাটুকার হওয়া অনুচিত।
- (৪) নিকৃষ্টকে যেমন প্রধানের সমাদর ও মর্যাদা করিতে হয়, নিকৃষ্টের প্রতি সেইরূপ করা প্রধানেরও অবশ্য কর্তব্য।
- (৫) আমরা স্বয়ং যে কর্ম নিষ্পন্ন করিতে পারি, অন্যের উপর সে বিষয়ে ভার সমর্পণ করা কদাচ উচিত নহে।
- (৬) কর্তব্য সাধিতে খল তোষামোদ করে।

বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণামূলক বাণী ও উপদেশ

- (১) মাতা পিতার সেবাই শ্রেষ্ঠ পূজা এবং সন্তানের সর্ব প্রধান ও পবিত্রতম কর্তব্য।
- (২) আমাদের নিজেদের স্বার্থ দেখার আগে, সমাজ এবং দেশের স্বার্থ দেখা উচিত সেটাই হলো প্রকৃত বিবেক ধর্ম।
- (৩) বিপদকালে কাতর না হওয়া অত্যন্ত আবশ্যিক। সেই সময়ে স্থির ও সতর্ক থাকা উচিত।
- (৪) কাহারও উপর দয়াপ্রকাশ করিলে, তাহা প্রায় নিষ্ফল হয় না।
- (৫) সেই সাহিত্যকে আমরা সঠিক সাহিত্য বলবো যা মানুষের মধ্যে শুভবোধ জাগ্রত করবে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেশভক্তি মূলক বাণী

- (১) আমাদের নিজেদের স্বার্থ দেখার আগে, সমাজ এবং দেশের স্বার্থ দেখা উচিত সেটাই হলো প্রকৃত বিবেক ধর্ম।
- (২) যে ব্যক্তি যে দেশে জন্ম গ্রহণ করে সেই দেশের কল্যাণ সাধনের জন্য সর্বদা যত্নবান হওয়া তার প্রধান ধর্ম এবং তার জীবনের সর্ব প্রধান কর্ম।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজকল্যাণমূলক বাণী ও উক্তি

- (১) সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যিক বাধে হইবে, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সংকুচিত হইব না।
- (২) অলৌকিক কোন শক্তির দ্বারা বা অদৃষ্টের দ্বারা মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় না। আর্থিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়লেও সংগ্রাম, প্রয়াস ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ বড় হতে পারে। বড় চরিত্র কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে।

- (৩) একজন মানুষকে তখনই সর্ব শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের অধিকারী বলা যায় যখন সে অন্যের কল্যাণ কর্মের জন্য কিছুটা সময় অতিবাহিত করতে পারে।
- (৪) আমি দেশাচারের দাস নহি। নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যিক বাধে হইবে, তাহা করিব লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।”
- (৫) পরিশ্রম না করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুখলাভ হয় না। যে ব্যক্তি শ্রম করে সে কখনও কষ্ট পায় না।
- (৬) বাল্যবিবাহের দোষ ও বিধবা-বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা, ব্যভিচার দোষ ও ভ্রূণহত্যা পাপের নিবারণ ও তিন কুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে।
- (৭) নারী জাতি এখনও দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হিসাবে বিবেচিত, এমন হলে সমাজের সার্বিক উন্নতি কখনও সম্ভব নয়।
- (৮) আমাদের সমাজ নানা ধরনের কু-সংস্কারে পরিপূর্ণ। কু-সংস্কার মুক্ত সমাজ গঠনের জন্য সকল বুদ্ধিজীবীর কায়িক এবং মানসিক পরিশ্রম করা উচিত।

পারিবারিক জীবনের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাণী

- (১) এই সংসারে দাম্পত্যনিবন্ধন সুখই সর্বাপেক্ষা প্রধান সুখ।
- (২) মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল।
- (৩) যে পতির প্রণয়ের উপর প্রণয়িনীর সমুদায় সুখ নির্ভর করে, এবং যাহার সচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন সুখীও অসচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন দুঃখী হইতে হইবেক, পরিণয় কালে তাদৃশ্য পরিণেতার আচার ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে যদ্যপি কন্যার কোন সম্মতি প্রয়োজন না হইল, তবে সেই দম্পতির সুখের আর কি সম্ভাবনা রইল।
- (৪) সংসারের যাবতীয় উত্তম বস্তু শ্রমলভ্য; সুতরাং শ্রম ব্যতিরেক সে সকল বস্তু লাভ করিবার উপায়ন্তর নাই।
- (৫) স্নেহ অতি বিষম বস্তু।
- (৬) গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের মূল এবং সকল আশ্রম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ পরমগুরু পিতা মাতার গুণশ্রদ্ধা করাই পুত্রের প্রধান ধর্ম।

ধর্ম বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাণী

- (১) শাস্ত্রের অর্থ না বুঝিয়া অথবা ভুল অর্থ বুঝিয়া কিংবা অভিপ্রেত সিদ্ধির নিমিত্ত স্বেচ্ছানুরূপ অর্থান্তর কল্পনা করিয়া, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যথোচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিধবাকাণ্ড বৈধ বলিয়া প্রচার করিলে নিরপরাধ শাস্ত্রকারদিগকে নরকে নিক্ষিপ্ত করা হয়।
- (২) দরিদ্র ব্যক্তিদের অভুক্ত রেখে মাটির প্রতিমাকে ষোড়শোপচারে পূজা করাকে আমি যথার্থ মনে করি না।
- (৩) যথার্থ সাধুদিগকেও সঙ্গদোষে, বিপদে পড়িতে হয়।
- (৪) আমার মা আর বাবাই কাশীর বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপদেশ :- শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে পারে এমন একদল লোক সৃষ্টি করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে। মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল, প্রয়োজনীয় বহুবিধ তত্ত্বে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল হইতে মুক্তি – শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই। এই ধরনের দরকারি লোক গড়িয়া তালোই আমার সংকল্প।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

কর্ম সম্পর্কিত স্বামী বিবেকানন্দের বাণীগুলি হল নিম্নরূপ –

কর্ম সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

1. ওঠো , জাগো এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমে না।
2. ইচ্ছা শক্তিই জগৎ কে পরিচালনা করে থাকে।
3. কোনো বড়ো কাজই কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার ছাড়া হয় না।
4. সারাদিন চলার পথে যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হও, তাহলে বুঝবে তুমি ভুল পথে চলেছ।
5. এমন কাজ করে চলো যে তুমি হাসতে হাসতে মরবে আর জগৎ তোমার জন্য কাঁদবে।
6. আমি বিশ্বাস করি যে, কেউ কিছু পাওয়ার উপযুক্ত হলে জগতের কোনো শক্তিই তাকে বঞ্চিত করতে পারে না।
7. যখন আমাদের মধ্যে অহংকার থাকে না, তখনই আমরা সবথেকে ভালো কাজ করতে পারি, অপরকে আমাদের ভাবে সবচেয়ে বেশি অভিভূত করতে পারি।
8. মনের মতো কাজ পেলে অতি মূর্খও করতে পারে। যে সকল কাজকেই মনের মতো করে নিতে পারে, সেই বুদ্ধিমান। কোনো কাজই ছোট নয়।
9. কাজ করো নির্ভীকভাবে। এগিয়ে চলো সত্য আর ভালোবাসা নিয়ে।
10. যা পারো নিজে করে যাও, কারও ওপর আশা বা ভরসা কোনোটাই কোরো না।
11. সাহসী লোকেরাই বড় বড় কাজ করতে পারে।
12. উঁচুতে উঠতে হলে তোমার ভেতরের অহংকারকে বাহিরে টেনে বের করে আনো, এবং হালকা হও ... কারণ তারাই ওপরে উঠতে পারে যারা হালকা হয়।
13. মস্তিষ্কে উচ্চ মানের চিন্তা-ভাবনা দিয়ে পূর্ণ করো, দিবারাত্র এগুলোকে তোমার সামনে রেখে চলো, এগুলোর থেকে মহান কাজ বেরিয়ে আসবে।
14. যে রকম বীজ আমরা বুনি, সে রকমই ফসল আমরা পাই। আমরাই আমাদের ভাগ্য তৈরী করি, তার জন্য কাউকে দোষারোপ করার কিছু নেই, কাউকে প্রশংসা করারও কিছু নেই।

সমাজ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

- 1. আমাদের জাতের কোনো ভরসা নেয়, কোনো একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মাথায় আসে না , সেই ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে টানাটানি।
- 2. যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কখনই স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য নহে। দাসেরা শক্তি চায় , অপরকে দাস বানিয়ে রাখার জন্য।

চরিত্র সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

- 1. নিজের উপর বিশ্বাস না এলে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস আসে না।
- 2. ঘৃণার শক্তি অপেক্ষা প্রেমের শক্তি অনেক বেশি শক্তিমান।
- 3. জগতে এখন একান্ত প্রয়োজন হল চরিত্র। জগত এখন তাদের চায় যাদের জীবন প্রেমদীপ্ত ও স্বার্থ শূন্য।
- 4. সেবা করো তাৎপরতার সাথে। দান করো নির্লিপ্ত ভাবে। ভালোবাসো নিঃস্বার্থভাবে। ব্যয় করো বিবেচনার সাথে। তর্ক করো যুক্তির সাথে। কথা বলো সংক্ষেপে।
- 5. পবিত্র ও নিঃস্বার্থ হতে চেষ্টা করো, তার মধ্যেই রয়েছে সমস্ত ধর্ম।
- 6. শুধু বড়ো লোক হয়ো না বড় মানুষ হও।”
- 7. কাপুরুষরাই পাপ কাজ করে, মিথ্যা কথা বলে। বীর কখনও পাপ করে না।
- 8. যারা তোমাকে সাহায্য করেছে, তাদের কখনও ভুলে যেও না। যারা তোমাকে ভালোবাসে, তাদের কখনও ঘৃণা করো না। যারা তোমাকে বিশ্বাস করে, তাদের কখনও ঠকিয়ে না।

নারীদের সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

- 1. আমরা স্ত্রীলোককে নিচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল – আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।
- 2. মেয়েদের উন্নতি করতে পারো ? তবে আশা আছে। নইলে পশু জন্ম ঘুচবে না।
- 3. গোলামীর উপর যে সম্পর্কটা দাঁড়িয়ে আছে, সেটা আবার কখনও ভালো হতে পারে ? যেখানে মেয়েদের স্বাধীনতা নেই, সে জাত কখনো উন্নতি করতে পারে না।
- 4. এ দেশের যত আইন কানুন, যত ভালোবাসা, যত স্মৃতি, সমস্ত মেয়েদের দাবিয়ে রাখার জন্য হয়েছে।
- 5. ভারতীয় নারীদের যে রকম হওয়া উচিত, সীতা তার আদর্শ।”
- 6. জগতে মায়ের স্থান সকলের উপরে, কারণ মাতৃভাবেই সবচেয়ে বেশি নিঃস্বার্থপরতা শিক্ষা ও প্রয়োগ করা হয়।
- 7. জগতের কল্যাণ স্ত্রী জাতির অভ্যুদয় না হলে সম্ভাবনা নেই। এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নয়।
- 8. পুরুষরা মেয়েদের ভাগ্য গঠনের ভার গ্রহণ করাতেই নারী জাতির যত কিছু অনিষ্ট হয়েছে।

- 9. একথা সত্য যে, এমন সব স্ত্রী লোক আছেন, যাদের দেখা মাত্র মানুষ অনুভব করে – কে যেন তাকে ঈশ্বরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু আবার এমন স্ত্রী লোকও আছে, যারা তাকে নরকের দিকে টেনে নিয়ে যায়।
- 10. বাবা, সতী সতী বলে ঢের চেষ্টায়েছ, বাঁশ দিয়ে হাজার হাজার বিধবা পুড়িয়েছ। একটু ক্ষান্ত হও দেখি, এখন জনাকতক ‘সতা’ হও দেখি – আমি বুঝি।
- 11. নারীদের পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান যেমন শেখাতে হবে, তেমনি জাগাতে হবে ভারতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা।
- 12. আমাদের দেশ ভারতবর্ষ -এর মেয়েরা তেমন শিক্ষিতা নয় বটে, কিন্তু তারা অনেক বেশি পবিত্র।
- 13. পাঁচশো পুরুষের সাহায্যে ভারতবর্ষকে জয় করতে পঞ্চাশ বছর লাগতে পারে, কিন্তু পাঁচশো নারীর দ্বারা মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তা করা যেতে পারে।
- 14. সেই নারীও ধন্য যার চোখে পুরুষ ভগবানের পিতৃভাবের প্রতীক।
- 15. ভারতের জননীই আদর্শ নারী। মাতৃভাবই আদর্শ ও শেষ কথা।

স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণামূলক বাণী

- 1. যদি সত্যিই মন থেকে কিছু করতে চাও তাহলে পথ পাবে; আর যদি না চাও তাহলে অজুহাত পাবে।
- 2. যখন তুমি ব্যস্ত থাকো তখন সব কিছুই সহজ বলে মনে হয়, কিন্তু অলস হলে কোনো কিছুই সহজ বলে মনে হয় না।
- 3. কখনো না বোলোনা, কখনো বোলোনা আমি করতে পারবোনা। তুমি অনন্ত এবং সব শক্তি তোমার ভিতর আছে, তুমি সব কিছুই করতে পারো।
- 4. একটি সময়ে একটিই কাজ করো এবং সেটা করার সময় নিজের সব কিছু তার মধ্যে ব্যয় করে দাও।
- 5. মনের শক্তি সূর্যের কিরণের মত, যখন এটি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় তখনই এটি চকচক করে ওঠে।
- 6. যে মানুষ বলে তার আর শেখার কিছু নেই সে আসলে মরতে বসেছে। যত দিন বেঁচে আছে শিখতে থাকো।

সত্য সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

- 1. জগতে যদি কিছু পাপ থাকে, তবে দুর্বলতাই সেই পাপ। সকল প্রকার দুর্বলতা ত্যাগ করো দুর্বলতাই মৃত্যু, দুর্বলতাই পাপ।
- 2. সত্যের জন্য সব কিছুকে ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোনো কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা চলে না।
- 3. এক দিনে বা এক বছরে সফলতার আশা করো না। সবসময় শ্রেষ্ঠ আদর্শকে ধরে থাকো।

- 4. আমরা যেন নাম, যশ ও প্রভুত্ব স্প্রিহা বিসর্জন দিয়া কর্মে ব্রতী হই। আমরা যেন কাম, ক্রোধ, ও লোভ -এর বন্ধন হইতে মুক্ত হই। তাহা হইলেই আমরা সত্য বস্তু লাভ করিব।

শিক্ষা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

- 1. শিক্ষা হল মানুষের মধ্যে ইতিমধ্যে থাকা উৎকর্ষের প্রকাশ (Education is the manifestation of perfection already in man.)

মানবতা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

- 1. মানুষের সেবা করা হল ঈশ্বরের সেবা করা।

জীবনের স্বরূপ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

- 1. জীবন ও মৃত্যু হল একটা বিষয়েরই বিভিন্ন নাম। একই টাকার এপিঠ ওপিঠ। উভয়েই মায়া। এই অবস্থাটাকে পরিষ্কার করে বোঝাবার জো নেই। এক সময় বাঁচবার চেষ্টা হল আবার পর মুহূর্তেই বিনাশ বা মৃত্যুর চেষ্টা।
- 2. আমরা যেন নাম, যশ ও প্রভুত্ব স্প্রিহা বিসর্জন দিয়া কর্মে ব্রতী হয়। আমরা যেন কাম, ক্রোধ ও লোভের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। তাহা হইলেই আমরা সত্য বস্তু লাভ করব।

ধর্ম সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

- 1. যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দেশের একটি কুকুরও ক্ষুধার্ত, আমার সমগ্র ধর্মকে একে খাওয়াতে হবে এবং এর সেবা করতে হবে, তা না করে অন্য যাই করা হোক না কেন তার সবই অধার্মিক।
- 2. ধর্ম হল মানুষের মধ্যে ইতোমধ্যে থাকা দেবত্বের প্রকাশ।

স্বামী বিবেকানন্দের অন্যান্য বাণী

- 1. আমরা যা এবং ভবিষ্যতে আমরা যা হবো, তার জন্য আমরাই দায়ী। আমাদের নিজেদের মধ্যে শক্তি আছে, আমাদের নিজেদের তৈরী করার জন্য। আমরা এখন যা হয়েছি তা আমাদের অতীতের কর্মের ফল, আমরা ভবিষ্যতে যা হবো তা আমাদের বর্তমানের কাজেরই ফল হবে। সুতরাং আমাদের জানতে হবে কিভাবে আমরা আমাদের কাজগুলো করব।
- 2. শেখার জন্য এটাই হল প্রথম শিক্ষা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও যে বাইরের কোনো কিছুকে অভিশাপ দেবে না, বাইরের কাউকে দোষ দেবে না, কিন্তু উঠে দাঁড়াও নিজেকে দোষ দাও, তুমি বুঝতে পারবে নিজেকে ধরে রাখার জন্য এটাই হল সঠিক পন্থা।
- 3. পেছনে তাকিও না, শুধু সামনের দিকে তাকাও। অসীম শক্তি, অসীম উদম, অসীম সাহস এবং অসীম ধৈর্য – এরা একাই পারে মহান কোনো কর্ম সম্পন্ন করতে।

স্বামী বিবেকানন্দ মূল মন্ত্র: হে বীর হৃদয় যুবকবৃন্দ এগিয়ে যাও। লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্রমশ ডুবছে, তাদের উদ্ধার করো। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত – এটাই আমাদের মূলমন্ত্র।

তীর্থঙ্কর মহাবীরের বাণী

মহাবীর ধ্যান ও উপাসনার মাধ্যমে পরমজ্ঞান আহরণ করেছিলেন। আর সেই জ্ঞান ও বাণী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। ধর্মের মাধ্যমে মহাবীর তার প্রেম ও অহিংসার বাণী প্রচার করেন।

মহাবীরের বাণী -১

অযথা ভোগ সুখের জন্য জীবন কাটাতে না। মনে রাখবে এই যে বাহ্যিক ভোগ, এর অন্তরালে কিছুই নেই।

মহাবীরে -এর বাণী -২

ঈশ্বর বলে কোনো কিছু নেই। সর্বশক্তিমান কোনো সত্তায় আমাদের বিশ্বাস নেই।

মহাবীরের বাণী -৩

অহিংসা এবং সৎ আচরণ সকলকেই পালন করতে হবে।

মহাবীরে -এর বাণী -৪

আগুন জ্বাললে যেমন জীব হত্যা করা হয়, আগুন নির্বাপিত করলেও জীবহত্যা করা হয় – এটি হল সবথেকে বড়ো পাপ।

মহাবীরের বাণী -৫

আমাদের মূল ঈশ্বর আরাধনা বা স্বর্গপ্রাপ্তি যথেষ্ট নয়। মূল হল তিনটি – সৎ বিশ্বাস, সৎ জ্ঞান ও সৎ আচরণ।

মহাবীরে -এর বাণী -৬

পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সমজ্ঞানে ভালোবাসতে হবে। ধর্ম-বর্ণ-অর্থ কোনো বিভাজন থাকবে না।

মহাবীরে -এর বাণী -৭

তথাকথিত ধনী সম্প্রদায়ের মানুষ দরিদ্র সম্প্রদায়কে ভালোবাসবে, তাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। তবেই একটি সত্যিকারের সুস্থিত সামাজ্য স্থাপিত হতে পারবে।

মহাবীরে -এর বাণী -৮

সমাজে উঁচু এবং নীচুর মধ্যে কোনো তফাত থাকবে না।

মহাবীরের বাণী -৯

পৃথিবীর সব ধর্মের মূল কথা হল এক নিজেকে জানা অর্থাৎ নিজেকে উপলব্ধি করো।

মহাবীরে -এর বাণী -১০

ধর্মগুলির মধ্যে আপাত বিরোধ আছে। কিন্তু আসলে এদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

মহাবীরে -এর বাণী -১১

নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ বলে মনে করবে। নিজেকে কখনো ছোটো বলে ভাববে না। নিজেকে ছোটো ভাবলে তুমি কখনো আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠতে পারবে না।

মহাবীরে -এর বাণী -১২

সবসময় সৎ চিন্তা করবে, সৎ বন্ধুর সান্নিধ্যে আসার চেষ্টা করবে, সৎ ভাবনায় মনকে প্রফুল্ল রাখবে। তাহলে দেখবে তোমার মধ্যে এক আশ্চর্য শক্তির উত্তরণ ঘটে গেছে।

মহাবীরে -এর বাণী -১৩

ধার্মিক আচরণের দ্বারা মনকে পরিশুদ্ধ করবে। মন পরিশুদ্ধ না হলে আত্মা পরিশুদ্ধ হয় না।

মহাবীরে -এর বাণী -১৪

সবধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রকাশ করবে। মনে রাখবে পৃথিবীর সব ধর্মই সমান। ধর্মের মধ্যে যে বিভাজন, তা আমাদের সৃষ্টি।

মহাবীরে -এর বাণী -১৫

নিজেকে জানবার চেষ্টা করবে, সবসময় ঈশ্বরের কথা স্মরণ করবে, কিন্তু মনে রাখবে ঈশ্বর তোমার মধ্যে লুকিয়ে আছেন।

মহাবীরের বাণী -১৬

গভীর শূন্যতায় মগ্ন এই পৃথিবী, এই শূন্যতার মধ্যে তুমি এক উড়ন্ত সত্তা।

মহাবীরে -এর বাণী -১৭

ইচ্ছে করলে তুমি অসাধ্যকে সাধন করতে পারো, ইচ্ছে করলে তুমি এমন কাজ করতে পারো যা আর কেউ কখনো করেনি।

মহাবীরের বাণী -১৮

কোনো মানুষকে কখনো ছোটো করবে না। কোনো মানুষের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করবে না। সব মানুষকে নিজের ভাই বা বোনের মতো দেখবে।

মহাবীরে -এর বাণী -১৯

নিজস্ব পুরুষত্বের ওপর আস্থা রাখবে তাহলে দেখবে জয় তোমার করায়ত্ত হচ্ছে।

মহাবীরে -এর বাণী -২০

কামনা-বাসনার জগত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার আশ্রয় চেষ্টা করবে। চেষ্টা করবে কখনো কামনার দাস না হতে।

মহাবীরে -এর বাণী -২১

মানুষ স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন সফল করতে করতে একদিন অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলে।

মহাবীরের বাণী -২২

উচ্চাশা রাখবে, উচ্চাশা না থাকলে মানুষ জীবনে বড় হতে পারে না।

মহাবীরে -এর বাণী -২৩

সদাসর্বদা সত্য কথা বলবে।

মহাবীরের বাণী -২৪

নিজেকে সব সময় নিয়ন্ত্রণ করে চলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মহাবীরে -এর বাণী -২৫

জীবনে এমন পরিমাণ সম্পদ সঞ্চয় করো না। যা তুমি তোমার জীবনে ততটা ব্যয় করতে পারবে না।

মহাবীরে -এর বাণী -২৬

জীবনে অহিংসার পথ অনুসরণ করো।

মহাবীরে -এর বাণী -২৭

পৃথিবীর সব জীব সত্ত্বার প্রতি করুণা প্রদর্শন করো।

মহাবীরের বাণী -২৮

যে কোনও সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ হলো অহিংসার পথ অনুসরণ করা।

মহাবীরে -এর বাণী -২৯

সদাসর্বদা সকলের প্রতি সৎ হও।

মহাবীরে -এর বাণী -৩০

সুখ এবং দুর্ভোগে, আনন্দ এবং শোকের মধ্যে আমাদের নিজের প্রাণকে যেমন বিবেচনা করা হয় তেমনি সমস্ত প্রাণীকেও আমাদের বিবেচনা করা উচিত !

মহাবীরে -এর বাণী -৩১

অহিংসা হলো মানবতার প্রথম ধর্ম এবং সত্য।

দার্শনিক সত্রেটিসের জ্ঞানমূলক বিখ্যাত বাণী

- ১. “পৃথিবীতে শুধুমাত্র একটি-ই ভাল আছে – জ্ঞান। আর একটি-ই খারাপ আছে – অজ্ঞতা।”
- ২. “সত্যিকারের জ্ঞান আমাদের সবার কাছেই আসে, যখন আমরা বুঝতে পারি যে আমরা আমাদের জীবন, আমাদের নিজেদের সম্পর্কে এবং আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তার সম্পর্কে কত কম জানি।”
- ৩. “নিজেকে জানো।”
- ৪. “পোষাক হল বাইরের আবরণ, মানুষের আসল সৌন্দর্য হল তার জ্ঞান।”
- ৫. “বিস্ময়ই হল জ্ঞানের শুরু।”
- ৬. “জ্ঞানী শিক্ষকের কাজ হল কোনো ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে তার কাছ থেকে উত্তর জেনে দেখানো যে জ্ঞানটা তার মধ্যেই ছিল।”
- ৭. “আমি কাউকেই কিছু শিক্ষা দিতে পারব না, আমি শুধু তাদের চিন্তা করাতে পারব।”
- ৮. “প্রকৃত জ্ঞান নিজেকে জানার মধ্যে, অন্য কিছু জানার মধ্যে নয়।”
- ৯. “অন্যায় করে লজ্জিত না হওয়াটা আরেক অন্যায়।”

- ১০.” তুমি কিছুই জান না এটা জানা-ই জ্ঞানের আসল অর্থ।”

দার্শনিক সফ্রেটিসের বন্ধু ও বন্ধুত্ব নিয়ে বাণী

- ১.”বন্ধুত্ব কর ধীরে ধীরে, কিন্তু যখন বন্ধুত্ব হবে তখন তাকে দৃঢ় কর এবং স্থায়ী কর।”
- ২.”বন্ধু হল দুটি হৃদয়ের একটি অভিন্ন মন।”

দার্শনিক সফ্রেটিসের নারী সম্পর্কে বিখ্যাত বাণী

- ১. “জগতে বিশৃঙ্খলা ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস নারী। সে দাফালি বৃক্ষের ন্যায়, যা বাইরে থেকে খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু চড়ুই পাখি ভক্ষণ করলে তাদের মৃত্যু অনিবার্য।”
- ২.”যাই হোক বিয়ে কর। তোমার স্ত্রী ভাল হলে তুমি হবে সুখী, আর খারাপ হলে হবে দার্শনিক।”

দার্শনিক সফ্রেটিসের শিক্ষা নিয়ে বিখ্যাত বাণী

- ১.”টাকার বিনিময়ে শিক্ষা অর্জনের থেকে অশিক্ষিত থাকা ভাল।”
- ২.”শিক্ষা হ’ল শিখার আগুন জ্বালানো, কোনও পাত্র ভর্তি নয়।”

দার্শনিক সফ্রেটিসের জীবন ও মৃত্যু নিয়ে বিখ্যাত বাণী

- ১.”অপরীক্ষিত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা গ্লানিকর।”
- ২.”মৃত্যুই হল মানুষের জীবনে সবথেকে বড় আশীর্বাদ।”
- ৩.”মৃত্যুর থেকে কঠিন হল জীবন। কারণ দুঃখ-কষ্ট বিপদ আপদ কেবল জীবনেই ভোগ করতে হয়। আর মৃত্যু তা থেকে মুক্তি দেয়। ”

দার্শনিক সফ্রেটিসের সততা নিয়ে বাণী

- ১.”একজন সৎ ব্যক্তি সবসময় একজন শিশুর মত হয়।”
- ২.”সত্যের প্রতি প্রীতি বিজ্ঞতার লক্ষণ।”
- ৩.”যে সৎ ব্যক্তি অসৎ ব্যক্তির পিছনে ঘুরে বেড়ায়, সে সত্যিই করুণার পাত্র।”

দার্শনিক সফ্রেটিসের অনুপ্রেরণামূলক বাণী

- ১.”সেই সাহসী যে পালিয়ে না গিয়ে তার দায়িত্বে থেকে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।”
- ২.”নিজেকে উন্নয়নের জন্য অন্য মানুষের লেখালেখিতে কাজে লাগাও এই কারণে যে, অন্য মানুষ কিসের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে তা তুমি যাতে সহজেই বুঝতে পার।”
- ৩.”সুখ্যাতি অর্জনের উপায় হল তুমি কি হিসেবে আবির্ভূত হতে চাও তার উপক্রম হওয়া।”
- ৪.”শক্ত মন ধারণা নিয়ে আলোচনা করে, গড়পড়তা মন আলোচনা করে ঘটনা নিয়ে, আর দুর্বল মন আলোচনা করে মানুষ নিয়ে।”
- ৫.”কঠিন যুদ্ধেও সবার প্রতি দয়ালু হও।”
- ৬.”নিজেকে খুঁজে পেতে, নিজের জন্য চিন্তা করুন।”

- ৭. “ব্যস্ত জীবনের অনূর্বরতা সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।”
- ৮. “যার টাকা আছে তার কাছে আইন খোলা আকাশের মত, আর যার টাকা নেই তার কাছে আইন মাকড়সার জালের মত।”
- ৯. “আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত সাধারণের ভালোর জন্য। শুধু ঈশ্বরই জানেন আমাদের ভাল কিসে।”
- ১০. “মিথ্যা কথাগুলি কেবল নিজের মধ্যেই মন্দ নয়, তারা আত্মাকেও মন্দ দ্বারা সংক্রামিত করে।”
- ১১. “জীবন নয়, বরং ভাল জীবনই মূলত মূল্যবান হয়।”
- ১২. “গভীর আকাঙ্ক্ষা থেকে প্রায়শই মারাত্মক ঘৃণা আসে।”
- ১৩. “একটি ভাল খ্যাতি অর্জনের উপায় হ’ল আপনি যা দেখতে চান তা হওয়ার চেষ্টা করা।”
- ১৪. “শৈশবে লজ্জা, যৌবনে ভারসাম্য এবং বার্ধক্যে ব্যয়সংকোচন ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন।”
- ১৫. “যৌবনকালে অর্ধেক খাও, আর অর্ধেক সঞ্চয় কর। যৌবনের সঞ্চয় বৃদ্ধকালের অবলম্বন।”
- ১৬. “তুমি যা হতে চাও তা-ই হও।”

গৌতম বুদ্ধের বিখ্যাত বাণী ও বাংলা উক্তি সমূহ

গৌতম বুদ্ধের এমন অনেক বাণী আছে যেগুলো আমাদের জীবনে অনুপ্রেরণা জোগায়।

- ১. “প্রত্যেক অভিজ্ঞতা কিছু না কিছু শিক্ষা দেয়। প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা আমাদের ভুল থেকেই শিখতে পারি।” – গৌতম বুদ্ধ
- ২. “জীবনের প্রথমেই ভুল হওয়া মানে এই নয় যে, এটিই সবচেয়ে বড় ভুল। এই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েই এগিয়ে যাও।”
- ৩. “প্রত্যেকটা দিনের গুরুত্বকে বুঝুন, প্রত্যেকদিন একটা নতুন ব্যক্তির জন্ম একটা নতুন উদ্দেশ্যকে পূরণ করার জন্যই হয়ে থাকে।”
- ৪. “নিজের দুনিয়াকে স্বয়ং নিজে খুঁজে নেওয়ার অধিকার প্রত্যেকটি মানুষেরই আছে।”
- ৫. “আমরা যখন কথা বলি, তখন সেইসময় আমাদের উচিত শব্দ গুলোকে ভালোভাবে নির্বাচন করা। কারণ, এর ফলে শ্রোতার উপর ভালো কিংবা খারাপ প্রভাব পড়তে পারে।”
- ৬. “সবাইকে সদয়, জ্ঞানী ও সঠিক মনের অধিকারী হতে হবে। যতই বিশুদ্ধ জীবনযাপন করবে, ততই উপভোগ করতে পারবে জীবনকে।”
- ৭. “সত্যিকারের ক্ষমতা নিয়ে বাঁচতে হলে নির্ভয়ে বাঁচো।”
- ৮. “জীবনে ব্যাথা থাকবেই, ব্যাথাকেই ভালোবাসতে শেখো।”
- ৯. “অতীত নিয়ে বিভ্রান্ত হবেনা, ভবিষ্যতের স্বপ্নে হারিয়ে যেওনা, বর্তমানের দিকে মনোযোগ দাও। এটাই সুখী হওয়ার একমাত্র উপায়।”

- ১০. “সবসময় ভালো কাজ কর। বারবার ভালো কাজ কর। মনকে সবসময় ভালো কাজে মগ্ন রাখো। সৎ আচরণই স্বর্গসুখের পথ।”
- ১১. “যদি কেউ মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে কথা বলে বা কাজ করে দুঃখ তাকে অনুসরণ করে। আর কেউ যদি সুচিন্তা নিয়ে কথা বলে বা কাজ করে সুখ তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে।”
- ১২. “জীবনে যতই ভালো বই পড় কিংবা ভালো উপদেশ শোনো না কেন, কিন্তু যতক্ষণ না তুমি সেইসবের থেকে পাওয়া তথ্যগুলোকে নিজের জীবনে ব্যবহার করছো; ততক্ষণ পর্যন্ত সেইসবের কোনো মূল্যই নেই।”
- ১৩. “সন্দেহের অভ্যাস সবথেকে ক্ষতিকারক। সন্দেহ মানুষকে দূষিত করে। সন্দেহ একটা ভাল বন্ধুত্ব ও ভাল সম্পর্কের ধ্বংস সাধন করে।”
- ১৪. “আমি কখনও দেখি না যে কী চলে গেছে, আমি সর্বদা দেখি আর কী করা বাকি আছে।”
- ১৫. “লক্ষ্য বা গন্তব্যে পৌঁছানোর থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই যাত্রাকে ভালভাবে পূরণ করা।”

প্রেম ও ভালোবাসা নিয়ে গৌতম বুদ্ধের বাণী

- ১. “তুমি যদি সত্যিই নিজেকে ভালোবাসো, তাহলে তুমি কখনোই অন্যকে আঘাত দিতে পারবে না।”
- ২. “নিজের অপার ভালোবাসাকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দাও।”
- ৩. “ভালোবাসা হল দুজনের পরিপূর্ণতার জন্য একজনের অন্তর থেকে আর একজনকে দেওয়া এক উপহার।”
- ৪. “তুমি একমাত্র সেটাই হারাও যেটা তুমি আঁকড়ে ধরে বসে থাকো।”
- ৫. “এই মহাবিশ্বে অন্য যে কারোর মতোই তোমার নিজেরও নিজের কাছে ঠিক ততটাই ভালোবাসা ও স্নেহ প্রাপ্য।”
- ৬. “প্রকৃত ভালোবাসার জন্ম হয় বোধশক্তি থেকেই।”
- ৭. “সারা দুনিয়া খুঁজে নাও। খুঁজে নাও সেই মানুষকে যে তোমার আবেগ ও ভালোবাসার উপযুক্ত। কিন্তু পাবে না। মনে রেখো, তোমার আবেগ আর ভালোবাসার সবথেকে উপযুক্ত ব্যক্তি তুমি নিজেই।”
- ৮. “ঘৃণা দিয়ে কখনও ঘৃণাকে শেষ করা যাবে না। একমাত্র ভালবাসা দিয়েই ঘৃণাকে শেষ করা যেতে পারে। আর এটাই প্রাকৃতিক সত্য।”
- ৯. “পরমাত্মা প্রত্যেককেই একই রকম করেছেন, পার্থক্য তো শুধু আমাদের মস্তিষ্কের ভিতরে। প্রেমের ক্ষেত্রেও সেটা মনে রাখতে হবে।”
- ১০. “তুমি কতটা ভালোবাসা দিলে, কতটা পূর্ণতার সাথে জীবনকে উপভোগ করলে এবং কতটা গভীরতার সাথে হতাশাকে জীবন থেকে ত্যাগ করলে – সবশেষে এসবই অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।”
- ১১. “পা তখনই অন্য পাকে অনুভব করে, যখন সেটা মাটিকে ছোঁয়। সেরকমই ভালবাসায় বিশ্বাস থাকতে হবে।”

শান্তি নিয়ে গৌতম বুদ্ধের বাণী

- ১. “মনের ভিতর থেকে শান্তি আসে, তাই মন ছাড়া শান্তির অনুসন্ধান কর না।”
- ২. “হাজারও খালি শব্দের থেকে ভালো সেই শব্দ, যা শান্তি নিয়ে আসে।”
- ৩. “নিশ্চিতভাবে যে ব্যক্তি বিরক্তিপূর্ণ চিন্তার থেকে মুক্ত থাকে, সেই ব্যক্তিই শান্তি পেয়ে থাকে।”
- ৪. “তোমার যা কিছু আছে, সেগুলোকে কখনোই অন্যের কাছে বাড়িয়ে বলনা আর অন্যকে দেখে ঈর্ষাও করোনা। যে অন্যদের দেখে ঈর্ষা করে, সে কখনোই মানসিকভাবে শান্তি পায় না।”
- ৫. “জ্ঞানগর্ভ জীবনের জন্য মুহূর্তের ইতিবাচক ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে হবে। এই জন্য ভয়কে তুচ্ছ করতে হবে, এমনকি মৃত্যুকেও।”
- ৬. “যার সূচনা আছে তার সমাপ্তি আছে। এটা বুঝতে শিখলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।”
- ৭. “আসক্তিই দুর্ভোগের মূল কারণ।”
- ৮. “রেগে যাওয়া কোনও জ্বলন্ত কয়লাকে অন্যের গায়ে ছোঁড়ার জন্য সেটাকে ধরে থাকার মতোই সমান। এটা সবার প্রথমে তোমাকেই জ্বালাবে।”
- ৯. “রাগের বশে হাজারও শব্দকে খারাপভাবে বলার থেকে ভাল মৌন থাকা, যা জীবনে শান্তি নিয়ে আসে।”
- ১০. “একটা প্রদীপের মাধ্যমে হাজারটা প্রদীপকে জ্বালানো যেতে পারে, কিন্তু তাতে সেই প্রদীপের আলো কখনও কমে যায় না। ঠিক সেইভাবেই খুশিকে সবার মাঝে ছড়ালে খুশি কখনোই কমে যায় না।”

আনন্দের জন্য গৌতম বুদ্ধের বাণী

- ১. “কোনও খারাপ জিনিস, কোনও খারাপ চিন্তা থেকেই আসে।”
- ২. “কোনো মানুষের মনই তার প্রকৃত বন্ধু কিংবা শত্রু হয়।”
- ৩. “কোনও পরিবারকে সুখী ও স্বাস্থ্যবান হতে হলে সর্বপ্রথম অনুশাসন এবং মনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।”
- ৪. “যদি কোনও ব্যক্তি নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারে তাহলে সে আত্মজ্ঞানের রাস্তা অবশ্যই খুঁজে পাবে।”
- ৫. “শুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ জীবন যাপন করার জন্য একজন ব্যক্তিকে সব কিছুর মধ্যেও কিছুই নিজের না, এই ভাবনা রাখতে হবে।”
- ৬. “তোমার কাছে যা কিছু আছে, সেগুলোকে কখনোই অন্যের কাছে বাড়িয়ে বল না।”
- ৭. “কখনও অন্যকে দেখে ঈর্ষা কর না। যে অন্যদের দেখে ঈর্ষা করে, সে কখনও মানসিকভাবে শান্তি পায় না।”
- ৮. “বাস্তব জীবনের সবচেয়ে বড় বিফলতা হল, আমাদের অসত্যবাদী হয়ে থাকা।”

- ৯. “কোনও হিংস্র পশু অপেক্ষা কোনও শয়তান বন্ধুকে আপনার বেশি ভয় পাওয়া উচিত। কারণ হিংস্র পশু আপনার শরীরের ক্ষতি করতে পারে কিন্তু একজন খারাপ বন্ধু আপনার বুদ্ধির ক্ষতি করে দিতে পারে।”
- ১০. “স্বাস্থ্য ছাড়া জীবন, সত্যিকারের জীবন নয়। এটা বেদনার একটা স্থিতি আর মৃত্যুর একটা রূপ।”

কর্মক্ষেত্রে গৌতম বুদ্ধের বাণী

- ১. “মন ও শরীরের পক্ষে সুস্থ থাকার রাস্তা হল, অতীতের জন্য শোক না করা আর ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা না করা।”
- ২. “বুদ্ধি ও সংভাবের দ্বারা বর্তমানে বাঁচার চেষ্টা করাই উচিত।”
- ৩. “তুমি কতটা ভালবাসা দিলে, কতটা পূর্ণতার সাথে জীবনকে উপভোগ করলে এবং কতটা গভীরতার সাথে হতাশাকে জীবন থেকে ত্যাগ করলে এই সব কিছুই সবশেষে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।”
- ৪. “সবচেয়ে অন্ধকার রাতের অর্থ অজ্ঞানতা।”
- ৫. “আপনি যা চিন্তা করবেন, তা-ই আপনি হবেন।”
- ৬. “প্রতিদিন সকালে আমাদের নতুন করে জন্ম হয়। তাই আজ আমরা কী করছি, সেটাই সবথেকে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।”
- ৭. “পবিত্রতা কিংবা অপবিত্রতা নিজের উপর নির্ভর করে। কেউই অন্য কাউকে পবিত্র করতে পারে না।”
- ৮. “নিজেকে বিজয়প্রাপ্ত করা, অন্যের উপর বিজয়প্রাপ্ত করার থেকে বড় কাজ নয়।”

সুখ নিয়ে গৌতম বুদ্ধের বাণী

- ১. “চিন্তার প্রতিফলন ঘটে স্বভাব বা প্রকৃতিতে। যদি কেউ মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে কথা বলে বা কাজ করে দুঃখ তাকে অনুগমন করে। আর কেউ যদি সুচিন্তা নিয়ে কথা বলে বা কাজ করে সুখ তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে।”
- ২. “সুখের জন্ম হয় মনের গভীরে। এটি কখনও বাইরের কোনো উৎস থেকে আসে না।”
- ৩. “মন ও শরীরের পক্ষে সুস্থ থাকার রাস্তা হল – অতীতের জন্য শোক না করা আর ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা না করা। বরং বুদ্ধি ও সংভাবের দ্বারা বর্তমানে বাঁচার চেষ্টা করা।”
- ৪. “কোনো পরিবারকে সুখী ও স্বাস্থ্যবান হতে হলে সবার প্রথমে দরকার অনুশাসন এবং মনের উপর নিয়ন্ত্রণ। যদি কোনো ব্যক্তি নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ পেয়ে যায়, তাহলে সে আত্মজ্ঞানের রাস্তা অবশ্যই খুঁজে পাবে।”
- ৫. “অতীত নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়া, ভবিষ্যতের স্বপ্নে হারিয়ে যেওনা, বর্তমানের দিকে মনোযোগ দাও। এটাই সুখী হওয়ার একমাত্র উপায়।”
- ৬. “সুখের কোনো উপায় নেই, সুখী থাকাই হল এর একমাত্র উপায়।”

- ৭. "একটা প্রদীপের মাধ্যমে হাজারটা প্রদীপকে জ্বালানো যেতে পারে কিন্তু তাতে সেই প্রদীপের আলো কখনোই কমে যায়না। ঠিক সেইভাবেই খুশিকে সবার মাঝে ছড়ানোর দ্বারা খুশি কখনোই কমে যায়না বরং বেড়ে যায়।"
- ৮. "আনন্দ হল বিশুদ্ধ মনের সহচর। বিশুদ্ধ চিন্তাগুলো খুঁজে খুঁজে আলাদা করতে হবে। তাহলে সুখের দিশা তুমি পাবেই।"

জীবনে সাফল্যের জন্য গৌতম বুদ্ধের বাণী

- ১. "যদি আপনার দয়া আপনাকে সম্মিলিত করতে না পারে, তাহলে সেটা অসম্পূর্ণ হয়।"
- ২. "সব কিছুকে বোঝার অর্থ সব কিছুকে ক্ষমা করে দেওয়া।"
- ৩. "ধৈর্য হল গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। মনে রাখবে, একটা কলসি বিন্দু বিন্দু জলের দ্বারাই ভর্তি হয়।"
- ৪. "চাঁদের মতোই মেঘের আড়াল থেকে বের হও এবং প্রকাশিত হয়ে ওঠো।"
- ৫. "রণক্ষেত্রে সহস্রযোদ্ধার ওপর বিজয়ীর থেকে রাগ-ক্রোধ বিজয়ী বা আত্মজয়ী বীরই বীরশ্রেষ্ঠ।"
- ৬. "চিন্তার প্রতিফলন ঘটে স্বভাব বা প্রকৃতিতে। যদি কেউ মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে কথা বলে বা কাজ করে দুঃখ তাকে অনুগমন করে। আর কেউ যদি সুচিন্তা নিয়ে কথা বলে বা কাজ করে সুখ তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে।"
- ৭. "জগতে মাতা ও পিতার সেবা সুখকর। শ্রমণ ও পণ্ডিতদের পরিচর্যা জগতে সুখ দায়ক।"
- ৮. "বার্ষিক্য পর্যন্ত নীতি পালন সুখকর। শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সুখদায়ক। প্রজ্ঞালাভই সুখ জনক, পাপ না করাই সুখাবহ।"
- ৯. "যিনি অস্থিরচিত্ত, যিনি সত্যধর্ম অবগত নন, যার মানসিক প্রসন্নতা নেই, তিনি কখনও প্রাজ্ঞ হতে পারেন না।"

ধ্যান ও মেডিটেশনের জন্য গৌতম বুদ্ধের বাণী

- ১. "নিজেকে নিয়ন্ত্রণ কর। তারপর অন্যকে অনুশাসন কর। নিজে নিয়ন্ত্রিত হলে অন্যকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করাই কঠিন।"
- ২. "যিনি যত অধিক ভাষণ করুন না কেন তাতে তিনি ধর্মধর হতে পারেন না।"
- ৩. "যিনি অল্পমাত্র ধর্মকথা শুনে নিজের জীবনে তা আচরণ করেন এবং ধর্মে অপ্রমত্ত থাকেন তিনিই প্রকৃত ধর্মধর।"
- ৪. "আলস্য ও অতিভোজের দরুন স্থূলকায় নিদ্রালু হয়ে বিছানায় গড়াগড়ি দেওয়া স্বভাবে পরিণত হলে সেই মূর্খের জীবনে দুঃখের পুনরাবৃত্তি ঘটবে।"
- ৫. "সব কিছুর জন্য মনই আসল। সবার আগে মনকে উপযুক্ত করো, চিন্তাশীল হও। আগে ভাবো তুমি কী হতে চাও।"
- ৬. "তুমিই কেবল তোমার রক্ষাকর্তা, অন্য কেউ নয়।"

- ৭. "ধ্যান থেকে আসে জ্ঞান আর ধ্যানের অভাবে আসে অজ্ঞতা। জানতে শেখো কি তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যায় আর কি পিছু টানে, জেনে নিয়ে নিজের পথ নির্ণয় করো যা জ্ঞানের দিকে যায়।"
- ৮. "সত্যের পথে চলতে কেবলমাত্র দুটো ভুলই করা সম্ভব, হয় পুরো পথ না যাওয়া, না হয় পথ চলা শুরুই না করা।"
- ৯. "তুমি যা ভাবো সেটাই হও, যা অনুভব করো সেটাই আকর্ষণ করো, যা কল্পনা করো তাই সৃষ্টি করো।"
- ১০. "রেগে যাওয়া, কোনো জলন্ত কয়লাকে অন্যের গায়ে ছোঁড়ার জন্য সেটাকে ধরে থাকার মতোই সমান হয়ে থাকে। এটা সবার প্রথমে তোমাকে জ্বালাবে।"

মন নিয়ে গৌতম বুদ্ধের বাণী

- ১. "মানুষের মনই তার প্রকৃত বন্ধু বা শত্রু হয়ে থাকে।"
- ২. "মন ও শরীরের পক্ষে সুস্থ থাকার রাস্তা হলো – অতীতের জন্য শোক না করা আর ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা না করা। বরং বুদ্ধি ও সৎভাবের দ্বারা বর্তমানে বাঁচার চেষ্টা করা।"
- ৩. "যিনি অস্থিরচিত্ত, যিনি সত্যধর্ম অবগত নন, যার মানসিক প্রসন্নতা নেই, তিনি কখনো প্রাজ্ঞ হতে পারেন না।"
- ৪. "সব ধর্মের পূর্বগামী, মনই শ্রেষ্ঠ, সকলই মনোময়।"
- ৫. "মনকে সবসময় ভালো কাজে নিমগ্ন রাখো, সৎ আচরণই স্বর্গসুখের পথ।"
- ৬. "আলোকিত হতে চাইলে প্রথমে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করো।"

গৌতম বুদ্ধের বন্ধু ও বন্ধুত্ব নিয়ে বাণী

- ১. "নির্বোধ বন্ধু আদৌ কোনো বন্ধু নয়। নির্বোধ বন্ধু থাকার চেয়ে একা হওয়া অনেক ভালো।"
- ২. "কোনো হিংস্র পশু অপেক্ষা কোনো শয়তান বন্ধুকে আপনার বেশি ভয় পাওয়া উচিত। কারণ হিংস্র পশু আপনার শরীরের ক্ষতি করতে পারে কিন্তু একজন খারাপ বন্ধু আপনার বুদ্ধির ক্ষতি করতে পারে।"
- ৩. "বন্ধু এমন একজন যিনি আপনার জীবন সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানেন এবং সর্বদা আপনাকে ভালবাসেন।"
- ৪. "প্রয়োজন থেকে নয় সবসময় আপনার হৃদয় থেকে আপনার বন্ধুদের ভালবাসুন।"
- ৫. "জীবনে বহু মানুষ আসবে যাবে, কিন্তু একমাত্র প্রকৃত বন্ধুরাই হৃদয়ে ছাপ রেখে যাবে।"
- ৬. "জীবনের সবথেকে মূল্যবান উপহার হল একজন সৎ বন্ধু লাভ করা।"
- ৭. "ভালো বন্ধু অনেকটা আকাশের তারার মত, সবসময় দেখা না গেলেও তুমি জানো যে তারা সাথে আছে।"
- ৮. "বন্ধুর সাথে অন্ধকার রাস্তায় চলা, আলোকজ্জ্বল রাস্তায় একা চলার থেকে অনেক ভালো।"
- ৯. "মিষ্টি বন্ধুত্ব আত্মাকে সতেজ করে তোলে।"

- ১০. “জগতে শত্রুতার দ্বারা কখনও শত্রুতার উপশম হয় না, মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয়।”
- ১১. “মৈত্রী দ্বারা শত্রুকে জয় করবে, সাধুতার দ্বারা অসাধুকে জয় করবে।”

গৌতম বুদ্ধের আধ্যাত্মিকতা নিয়ে বাণী

- ১. “যখন আমরা মনের রূপান্তর ঘটাই, আর চিন্তাগুলো বিশুদ্ধ করি, তখন আমরা অন্যায় কাজ থেকে জীবনকে পরিশুদ্ধ করি। এর মাধ্যমে খারাপ কাজের চিহ্নও মুছে যায়। যেমনভাবে একটা মোমবাতি আগুন ছাড়া নিজে জ্বলতে পারেনা, ঠিক সেইরকমই একটা মানুষ আধ্যাত্মিক জীবন ছাড়া বাঁচতে পারেনা।”
- ২. “যেকোনো অবস্থাতেই তিনটি জিনিসকে লুকানো কখনোই সম্ভব নয়, – সূর্য, চন্দ্র এবং সত্য।”
- ৩. “অন্যকে কখনও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করো না, নিয়ন্ত্রণ করো কেবল নিজেকে।”
- ৪. “আমরা প্রত্যেকেই একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। একজন আরেকজনের পরিপূরক। অর্থাৎ সমাজে আমরা কেউ একা নই।”
- ৫. “চাঁদের মতোই মেঘের আড়াল থেকে বের হও এবং প্রকাশিত হয়ে ওঠো।”
- ৬. “আমরা অনেকেই একটা কিছু সন্ধান পুরো জীবন কাটিয়ে দিই। কিন্তু তুমি যা চাও তা হয়তো এরই মধ্যে আছে। সুতরাং, এবার থামো।”
- ৭. “আলস্য ও অতিভোজের দরুন স্থূলকায় নিদ্রালু হয়ে বিছানায় গড়াগড়ি দেওয়া স্বভাবে পরিনত হলে সেই মূর্খের জীবনে দুঃখের পুনরাবৃত্তি ঘটবে।”
- ৮. “কোনো পাপকেই ক্ষুদ্র মনে করো না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপই জমা হতে হতে মূর্খের পাপের ভান্ড পূর্ণ করে ফেলে।”
- ৯. “পরমাত্মা প্রত্যেককেই একই রকম করেছেন, পার্থক্য তো শুধু আমাদের মস্তিষ্কের ভিতরে।”
- ১০. “তোমাকে তোমার রাগের জন্য শাস্তি দেওয়া হবেনা বরং তুমি তোমার রাগের দ্বারাই শাস্তি পাবে।”
- ১১. “যে ভালোভাবে জীবন কাটিয়েছে, সে মৃত্যুকেও ভয় পায়না।”
- ১২. “খারাপটি সর্বদা তুমি নিজেই পছন্দ করেছ। সুতরাং, তোমার খারাপ কাজের জন্য তুমি নিজেই দায়ী। এর দায়ভার অন্য কারো নয়।”

ভগবান গৌতম বুদ্ধের জ্ঞানমূলক বাণী

- ১. “একজন মানুষ যখন কথার পর কথা বলে তখন তাকে জ্ঞানী বলা হয় না। কিন্তু তিনি যদি শান্তিপূর্ণ, প্রেমময় এবং নির্ভীক হন তবে সত্যিই তাকে জ্ঞানী বলা হয়।”
- ২. “যে মানুষ জ্ঞানগর্ভ জীবনযাপন করেছে তার মৃত্যু-ভয় পাওয়া উচিত নয়।”
- ৩. “ভুলকে বার বার স্মরণ করার অর্থ মনের মধ্যে বড় বোঝা পুষে রাখা।”
- ৪. “প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কখনো নিন্দা বা প্রশংসায় প্রভাবিত হন না।”

- ৫. "কোনো পাপকেই ক্ষুদ্র মনে করো না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপই জমা হতে হতে মূর্খের পাপের ভান্ড পূর্ণ করে ফেলে।"
- ৬. "কোনো কিছুই চিরন্তন নয়।"
- ৭. "যিনি উপদেশ দেন, অনুশাসন করেন তিনি অসং লোকের অপ্রিয় এবং সং লোকের প্রিয় হন।"
- ৮. "মৈত্রী দ্বারা শত্রুকে জয় করবে সাধুতার দ্বারা অসাধু কে জয় করবে, ক্ষমার দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে, এবং সত্যের দ্বারা মিথ্যেকে জয় করবে।"
- ৯. "যিনি যত অধিক ভাষণ করুন না কেন তাতে তিনি ধর্মধর হতে পারেন না। যিনি অল্পমাত্র ধর্মকথা শুনে নিজের জীবনে তা আচরণ করেন এবং ধর্মে অপ্রমত্ত থাকেন তিনিই প্রকৃত ধর্মধর।"
- ১০. "যিনি তোমার ত্রুটি প্রদর্শন করেন ও তার জন্য ভৎসনা করেন সেই মেধাবীকে গুণনিধির ন্যায় জানবে।"
- ১১. "জীবনে যতই ভাল বই পড় কিংবা ভাল উপদেশ শোনো না কেন, যতক্ষণ না তুমি সেই সবার থেকে পাওয়া তথ্যগুলোকে নিজের জীবনে ব্যবহার না করছো, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই সবার কোনও মূল্য নেই।"
- ১২. "নির্বোধ মানুষরা নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে এবং বুদ্ধিমান মানুষরা কঠোর পরিশ্রমী হয়। এটা প্রেমের পথেও মনে রাখতে হবে।"
- ১৩. "সত্যের পথে চলার সময় মানুষ মাত্র দুটো ভুলই করতে পারে – এক, সে হয়তো সেই পথকে পুরো শেষ করতে পারবে না কিংবা সে হয়তো সেই পথে যাওয়ার কোনওদিন চেষ্টাই করবে না।"
- ১৪. "চলে যাওয়া সময় কখনও ফিরে আসবে না।"
- ১৫. "আমরা অনেক সময় ভাবি যে, আজ যে কাজটা হচ্ছে না সেটা কাল হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে যে সময় একবার চলে যায় সেই সময় আর কখনও ফিরে আসবে না।"

গৌতম বুদ্ধের অনুপ্রেরণা মূলক বাণী

ভগবান গৌতম বুদ্ধের অনুপ্রেরণা মূলক বাণীগুলি হল-

- ১. "জীবনের প্রথমেই ভুল হওয়া মানেই এই নয় এটিই সবচেয়ে বড় ভুল। এর থেকে শিক্ষা নিয়েই এগিয়ে যাও।"
- ২. "প্রতিদিন সকালে আমাদের নতুন করে জন্ম হয়। তাই আজ আমরা কি করছি, সেটাই সবথেকে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।"
- ৩. "অনিয়ন্ত্রিত মন মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলে। মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে চিন্তাগুলোও তোমার দাসত্ব মেনে নেবে।"
- ৪. "তোমাদের সবাইকে সদয়, জ্ঞানী ও সঠিক মনের অধিকারী হতে হবে। যতই বিশুদ্ধ জীবনযাপন করবে, ততই জীবনকে উপভোগ করতে পারবে।"

- ৫. “আমরা অনেকেই একটা কিছু সন্ধান পুরো জীবন কাটিয়ে দিই। কিন্তু তুমি যা চাও তা হয়তো এরই মধ্যে পেয়েছ। সুতরাং, এবার থামো।”
- ৫. “সুখের জন্ম হয় মনের গভীরে। এটি কখনও বাইরের কোনও উৎস থেকে আসে না।”
- ৬. “শুভর সূচনা করতে প্রত্যেক নতুন সকালই তোমার জন্য এক একটি সুযোগ।”
- ৭. “অন্যের জন্য ভাল কিছু করতে পারাটাও তোমার জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।”
- ৮. “ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্তের সমন্বয়ই জীবন। কেবল একটি সঠিক মুহূর্ত পালেট দেয় একটি দিন। একটি সঠিক দিন পালেট দেয় একটি জীবন। আর একটি জীবন পালেট দেয় গোটা বিশ্ব।”
- ৯. “খুব কম মানুষের জীবনে পরিপক্বতা আসে। সঙ্গী হিসেবে এই পরিপক্বতাকে তোমাকে অর্জন করতে হবে। তবে তা ভুল মানুষকে অনুসরণ করে নয়। এই পরিপক্বতা অর্জনে বরং একলা চলো নীতি অনুসরণ কর।”
- ১০. “সুখ কখনও আবিষ্কার করা যায় না। এটি সবসময় তোমার কাছে আছে এবং থাকবে। তোমাকে কেবল দেখার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।”
- ১১. “সত্যিকারভাবে ক্ষমতা নিয়ে বাঁচতে হলে নির্ভয়ে বাঁচো।”
- ১২. “জীবনে ব্যাথা থাকবেই, কিন্তু কষ্টকেই ভালোবাসতে শেখ।”
- ১৩. “তোমার চিন্তাই তোমার শক্তির উৎস। নেতিবাচক চিন্তা তোমাকে অনেক বেশি আঘাত করে যা তোমার ধারণাতেই নেই।”
- ১৪. “ধৈর্য হলো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। মনে রাখবে, একটা কলসি বিন্দু বিন্দু জলের দ্বারাই ভর্তি হয়।”
- ১৫. “জীবনে হাজার লড়াই জেতার থেকে ভালো, তুমি নিজের উপর বিজয়প্রাপ্ত করে ফেলো। তখন জয় সর্বদা তোমারই হবে আর সেই জয় তোমার থেকে কেউই ছিনিয়ে নিতে পারবে না।”
- ১৬. “যা আপনি চিন্তা করবেন, তাই আপনি হবেন।”
- ১৭. “সবকিছুকে বোঝার অর্থ সবকিছুকে ক্ষমা করে দেওয়া।”
- ১৮. “যদি আপনার দয়া আপনাকে সম্মিলিত করতে না পারে, তাহলে সেটা অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে।”
- ১৯. “নিজেকে নিয়ন্ত্রণ কর। তারপর অন্যকে অনুশাসন কর। নিজে নিয়ন্ত্রিত হলে অন্যকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করাই কঠিন।”
- ২০. “বর্ষাকালে এখানে, শীত-গ্রীষ্মে ওখানে বাস করব। মূর্খরা এভাবে চিন্তা করে, শুধু জানে না জীবন কখন কোথায় শেষ হয়ে যাবে।”
- ২১. “মা যেমন তার নিজ পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করে তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমেয় মৈত্রী ভাব পোষণ করবে।”
- ২২. “লক্ষ্য বা গন্তব্যে পৌঁছানোর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেই যাত্রাকে ভালোভাবে পূরণ করা হয়ে থাকে।”

- ২৩. “নিষ্ক্রিয়তা হল মৃত্যুর একটা ছোট রাস্তা। কঠোর পরিশ্রমই ভালো জীবনের রাস্তা হয়ে থাকে। নির্বোধ মানুষরা নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে এবং বুদ্ধিমান মানুষরা কঠোর পরিশ্রমী হয়।”
- ২৪. “স্বাস্থ্য ছাড়া জীবন, সত্যিকারের জীবন নয়। এটা বেদনার একটা স্থিতি আর মৃত্যুর একটা রূপ।”
- ২৫. “অতীতে বাস করবেন না, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখবেন না, বর্তমান মুহূর্তে মনকে কেন্দ্রীভূত করুন।”
- ২৬. “পরের কৃত ও অকৃত কার্যের প্রতি লক্ষ্য না রেখে নিজের কৃত ও অকৃত কাজের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।”
- ২৭. “নিজের কথার মূল্য দিতে হবে নিজেকেই। কারণ, তোমার নিজের কথার ওপর নির্ভর করবে অন্যের ভালো কাজ কিংবা মন্দ কাজ।”
- ২৮. “একটা শুদ্ধ এবং নিস্বার্থ জীবনযাপন করার জন্য একটা ব্যক্তিকে, সবকিছুর মধ্যেও কিছুই নিজের না; এই ভাবনা রাখতে হবে।”

গৌতম বুদ্ধের বাণী ও চিন্তাধারা

- ১. “প্রজ্জালাভই সুখ জনক, পাপ না করাই সুখাবহ।”
- ২. “রণক্ষেত্রে সহস্রযোদ্ধার ওপর বিজয়ীর চেয়ে রাগ-ক্রোধ বিজয়ী বা আত্মজয়ী বীরই বীরশ্রেষ্ঠ।”
- ৩. “কোনও পাপকেই ক্ষুদ্র মনে করো না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপই জমা হতে হতে মূর্খের পাপের ভান্ড পূর্ণ করে ফেলে।”
- ৪. “বর্ষাকালে এখানে, শীত-গ্রীষ্মে ওখানে বাস করব, মূর্খরা এভাবেই চিন্তা করে। শুধু জানে না জীবন কখন কোথায় শেষ হয়ে যাবে।”
- ৫. “প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কখনো নিন্দা বা প্রশংসায় প্রভাবিত হয় না।”
- ৬. “মূর্খরা ‘আমার পুত্র, আমার অর্থ, আমার ধন’ এই চিন্তায় যন্ত্রণা ভোগ করে। যখন সে নিজেই নিজের না তখন পুত্র বা ধন তার হয় কীভাবে?”
- ৭. “ভাল কাজ সবসময় কর, বারবার কর। মনকে সব সময় ভাল কাজে নিমগ্ন রাখ। সৎ আচরণই স্বর্গসুখের পথ।”
- ৮. “যিনি অস্থিরচিত্ত, যিনি সত্যধর্ম অবগত নন, যার মানসিক প্রসন্নতা নেই, তিনি কখনও প্রাজ্ঞ হতে পারেন না।”
- ৯. “কাউকে কটু কথা বলবে না। কারণ সে-ও কটু প্রভুত্তর দিতে পারে।
- ১০. উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় তোমার জন্যেও কষ্টদায়ক হবে। দন্ডের প্রতিদন্ড তোমাকেও স্পর্শ করবে।”